নিপোর্ট বার্তা

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)-এর মুখপত্র

বর্ষ - ২৬ সংখ্যা-২ নভেম্বর, ২০১৮-ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ও মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এবং মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় পরিদর্শন

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা এবং এ বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৭ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে কর্মকর্তাদের সাথে এক সভায় মিলিত হন। সভায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, জনাব জাহিদ মালেক, এমপি ও প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান, এমপি এবং মন্ত্রণালয় ও বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ-সহ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব, এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়; চেয়ারম্যান, কমিউনিটি ক্লিনিক সহায়তা ট্রাষ্ট; মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর প্রধানগণ, উপ-উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়; বিএমডিসি; বাংলাদেশ মেডিকেল এসোসিয়েশন এবং স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভার শুরুতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক, এমপি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে মন্ত্রণালয়ে স্বাগত জানান এবং সরকার গঠনের শুরুতেই দিকনির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি গত এক দশকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতের অভূতপূর্ব সাফল্যের কথা তুলে ধরেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ৩নং লক্ষ্যমাত্রা (স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন নিশ্চিত করা ও সব বয়সের সবার জন্য কল্যাণ) অর্জন এবং স্বাস্থ্যকর বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সভায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর প্রারম্ভিক বক্তব্যে দেশের মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণে জাতির পিতার চিন্তা ও উদ্যোগের কথা স্মরণ করে বলেন, স্বাধীনতার স্বল্পতম সময়ের মধ্যে রচিত সংবিধানে তিনি মানুষের স্বাস্থ্য সেবাকে রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। তাঁরই স্বপ্ন ধারণ করে মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে প্রত্যেক মেয়াদেই উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নির্বাচনী ইস্তেহার থেকে নির্বাচন পরবর্তী সরকার পরিচালনা কার্যক্রমে স্বাস্থ্য খাত অন্যতম প্রাধিকারভুক্ত খাত হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাঁর সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত কমিউনিটি ক্লিনিক এর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, ১৯৯৬-২০০১ সালে প্রতি ৬ হাজার জনসংখ্যার জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের কাজ শুরু করা হয়। বর্তমানে ১৬ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে গ্রামীণ জনগণকে স্বাস্থ্যসেবা এবং ৩০ প্রকার ঔষধ বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাষ্ট স্থাপিত হয়েছে যার মাধ্যমে কমিউনিটি ক্লিনিকে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতা পরিশোধ করা সম্ভব হবে। তিনি দায়িত্বপ্রাপ্ত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিজ নিজ দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি সকল স্তরের সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে বায়োমেট্রিক হাজিরা পদ্ধতি চালু; চিকিৎসকদের ইন্টার্ণশিপের মেয়াদ ১ (এক) বছরের স্থলে ২ (দুই) বছর; হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার; মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও হাসপাতালসমূহের

সকল ক্রয়কার্যে ই-প্রকিউরমেন্ট পদ্ধতির প্রবর্তন এবং হাসপাতালের বর্জ্যসমূহের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য আধুনিক ও স্বাস্থ্য সম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

সভায় গত এক দশকে স্বাস্থ্যসেবা খাতে বিভিন্ন অগ্রগতি, অর্জন এবং মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রমের উপর একটি ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। এরপর মন্ত্রণালয়ের দুটি বিভাগের কার্যক্রম, বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গৃহীত পদক্ষেপ ও পরিকল্পনা নিয়ে সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ দুটি উপস্থাপনা পেশ করেন।

উপস্থাপনার পর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান প্রধানের মতামত, মন্তব্য ও পরামর্শ সম্পর্কে জানার আগ্রহ প্রকাশ করায় উপস্থিত প্রতিষ্ঠান/সংস্থা প্রধানগণ তাঁদের মতামত প্রদান করেন। সংশ্লিষ্ট দপ্তর/পরিদপ্তর প্রধানদের পাশাপাশি নিপোর্টের মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব জনাব সুশান্ত কুমার সাহা তাঁর মতামত প্রদান করতে গিয়ে বলেন, বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস এবং নিপোর্টের গবেষণার বিষয়ে দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে গবেষণার ক্ষেত্র ও গবেষণার বিষয় নির্ধারণে সমন্বয় থাকা প্রয়োজন।

মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে উপস্থাপন, বিভিন্ন কর্মকর্তার বক্তব্য ও আলোচনা শেষে মন্ত্রণালয়ের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সানুগ্রহ নির্দেশনা প্রদান করেন।

জনাব জাহিদ মালেক, এমপি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী হলেন

জাহিদ মালেক, এমপি

জনাব জাহিদ মালেক, এমপি ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং ২০১৯ সালের ৭ জানুয়ারি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

জনাব জাহিদ মালেক বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়নে মানিকগঞ্জ-৩ আসন থেকে ২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এ সময় তিনি সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হিসেবে পররাষ্ট্র ও শিল্প মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। ২০০৮ সালে অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও তিনি একই আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি ১২ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

মাননীয় মন্ত্রী ১৯৫১ সালের ১১ এপ্রিল মানিকগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম কর্নেল (অবঃ) আব্দুল মালেক ছিলেন ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী। তিনি একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও সমাজ সেবক ছিলেন।

জনাব জাহিদ মালেক, এমপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে সম্মানসহ স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। রাজনীতির পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সমাজ কল্যাণমূলক কাজের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত রয়েছেন। ঢাকাসহ মানিকগঞ্জের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সমাজ উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা রেখে চলেছেন। দেশের একজন স্বনামধন্য ব্যবসায়ী হিসেবেও তাঁর পরিচিতি রয়েছে।

সেবামুখী গতিশীল স্বাস্থ্যখাত প্রতিষ্ঠায় দেশে-বিদেশে এবং স্বাস্থ্যখাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা আনয়নে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

ডা. মো. মুরাদ হাসান, এমপি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী হলেন

ডা. মো. মুরাদ হাসান, এমপি ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের মনোনয়নে জামালপুর-৪ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন এবং ২০১৯ সালের ৭ জানুয়ারি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে শপথ গ্রহণ করেন। তিনি একই আসন থেকে ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ডা. মো. মুরাদ হাসান, এমপি

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ডা. মো. মুরাদ হাসান, এমপি ১৯৭৪ সালের ১০ অক্টোবর জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি উপজেলার দৌলতপুর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম এ্যাড. মতিউর রহমান তালুকদার। তাঁর পিতা ছিলেন একজন বরেণ্য রাজনীতিবিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং জামালপুর জেলা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। তিনি জামালপুর ল'কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ ছিলেন।

ডা. মো. মুরাদ হাসান, এমপি ২০০১ সালে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস পাস করেন। তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে "Plastic and Reconstructive Surgery" এর উপর পোস্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনিং (PGT) সম্পন্ন করেন এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (BSMMU) থেকে ২০১১ সালে "Radiation Oncology"-র উপর এম ফিল ডিগ্রি অর্জন করেন।

'নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও এটুআই প্রোগ্রাম-এর সহযোগিতায় এবং জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)-এর ব্যবস্থাপনায় গত ৯-১৩ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত "নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন" বিষয়ে পাঁচদিন ব্যাপি এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা নিপোর্টে অনুষ্ঠিত হয়।

নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব জি এম সালেহ উদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (জনসংখ্যা, পরিবার কল্যাণ ও আইন) জনাব কাজী আ. খ. ম. মহিউল ইসলাম। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন নিপোর্টের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মো. মতিয়ার রহমান, পরিচালক (প্রশাসন) জনাব নিমাই চন্দ্র পাল, পরিচালক (গবেষণা) জনাব মো. রফিকুল ইসলাম সরকার, প্রশিক্ষণার্থী ও নিপোর্টের কর্মকর্তাবৃন্দ।

জনাব জি এম সালেহ উদ্দিন বলেন, নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন পুরাতন ধারণা, কিন্তু আমরা নুতন করে আবার শুরু করেছি। মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য খাত থেকে বেশি উদ্ভাবন আসলেও প্রশিক্ষণার্থীদের স্বাস্থ্য বিভাগের কাজগুলোর ওপর মন:সংযোগ বাড়াতে হবে। পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ইনোভেশন ক্ষেত্রে আরও কাজ করতে পারে। যে বাড়িতে প্রসূতি মা রয়েছেন সে বাড়িতে ১টি লাল/হলুদ পতাকা টাঙাতে পারে। এজন্য পাইলট প্রোগ্রাম হাতে নেয়া যেতে পারে। তিনি বলেন প্রশিক্ষণ দিকনির্দেশনা দিবে মাত্র, চর্চা করা প্রশিক্ষণার্থীদের কাজ। সেবা সহজীকরণ করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। তিনি আশা করেন, প্রশিক্ষণের পরে প্রশিক্ষণার্থীগণ অফিসের কাজগুলো সহজিকরণ করতে পারবেন।

জনাব কাজী আ.খ.ম. মহিউল ইসলাম বলেন, প্রশিক্ষণার্থীগণ প্রশিক্ষণ থেকে জানতে পারবেন জনগণকে কিভাবে আরো সহজে সেবা প্রদান করা যায়। প্রশিক্ষণের ধারণা নিয়ে তাঁরা আরো ইনোভেশন করতে পারবেন এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব জনাব জি এম সালেহ উদ্দিন বক্তব্য দিচ্ছেন।

মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা বলেন, প্রশিক্ষণটি আয়োজনে নিপোর্টকে ভেন্যু হিসেবে নির্বাচন করার জন্য মন্ত্রণালয়ের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি বলেন, চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পরে প্রশিক্ষণের মর্ম ও প্রশিক্ষণ কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা তাঁরা বুঝতে পারবেন। সব কাজ সহজীকরণ করতে পারলেই দেশ উন্নত হবে। অনুভূতিতে সাড়া দেয়ার জন্য এটি একটি যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ। আমাদের এ উদ্যোগ যদি আপনাদের মনে কোন পরিবর্তন আনতে পারে, তাহলেই প্রশিক্ষণ প্রদান সার্থক হবে। প্রশিক্ষণ কর্মশালা উদ্বোধন করার জন্য তিনি সচিব মহোদয়কে ধন্যবাদ জানান।

মহান বিজয় দিবস ২০১৮ উদযাপন

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে গত ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে নিপোর্ট মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মিজ্ স্মৃতি রানী ঘরামী। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মিজ্ তন্দ্রা সিকদার, জনাব ব্রজ গোপাল ভৌমিক, পরিচালক (প.প.), ঢাকা বিভাগ, জনাব মো. মোরশেদ আলম, অতিরিক্ত সচিব (অবসরপ্রাপ্ত) ও জনাব স্বপন কুমার সরকার, অতিরিক্ত সচিব (পিআরএল ভোগরত)। অনুষ্ঠানে নিপোর্টের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মো. মতিয়ার রহমান, পরিচালক (গবেষণা) জনাব মো. রফিকুল ইসলাম সরকার, নিপোর্টের বর্তমান ও প্রাক্তন কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মহান বিজয় দিবসে শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর নিপোর্টের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মো. মতিয়ার রহমান প্রধান অতিথিসহ উপস্থিত সকল অতিথিদের স্বাগত জানান। তিনি বলেন, মহান বিজয় দিবস বাঙালি জাতির অনন্য গৌরবের দিন। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বংঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে সাড়া দিয়ে বাঙালি জাতি দীর্ঘ তেইশ বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম ও নয় মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আজকের এ দিনে চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের রোল মডেল। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশের উন্নয়ন ও কল্যাণে সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করলেই মহান বিজয় দিবসের অঙ্গীকার পালন করা হবে।

অতিরিক্ত সচিব জনাব ব্রজ গোপাল ভৌমিক তাঁর বক্তব্যে মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর পরিবার ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, আমরা বাংলায় কথা বলতে পারছি, একজন বড় কর্মকর্তা হতে পেরেছি তা সম্ভব হয়েছে কেবলমাত্র স্বাধীনতা অর্জন করার মাধ্যমে।

পরিচালক (গবেষণা) জনাব মো. রফিকুল ইসলাম সরকার তাঁর বক্তব্যে জাতির জনক এবং তাঁর পরিবার ও শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি কবি আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ-এর একটি কবিতা আবৃত্তি করেন।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মিজ্ স্মৃতি রানী ঘরামী, মহাপরিচালক, নিপোর্ট ও পরিচালকবৃন্দ।

নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মিজ্ তন্দ্রা সিকদার সকলকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, আমাদের দেশ স্বাধীন না হলে আমরা একটি দেশ, মানচিত্র ও পতাকা পেতাম না। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণের জন্য তিনি নিপোর্টের মহাপরিচালককে ধন্যবাদ জানান।

মিজ্ স্মৃতি রানী ঘরামী তাঁর বক্তব্যে প্রথমেই স্বাধীনতা যুদ্ধে জীবনদানকারী সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের স্মৃতিচারণ করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বিভিন্ন বিভীষিকাময় কাহিনীর কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন পাক বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছিল। তিনি বলেন, স্বাধীনতা আমাদের গর্ব। স্বাধীনতা না পেলে আমরা হয়তো ভালো কোন চাকরি পেতাম না, বা কোন উচ্চ পদে আসীন হতে পারতাম না। তিনি বলেন, বর্তমান প্রজন্ম স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস জানে না, বই পড়ে না, মুক্তিযুদ্ধের কয়টি বই পড়েছে জানতে চাইলে বলতে পারে না। তিনি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে সকলকে কাজ করে যাওয়ার আহবান জানান।

নিপোর্টের কর্মকর্তাদের পক্ষে মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ জনাব মোহাম্মদ আহছানুল আলম ও কর্মচারীদের পক্ষে জনাব মো. মাহবুবুর রহমান তালুকদার শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন।

নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা আমন্ত্রিত সকল অতিথি-সহ উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানান। তিনি বলেন, পরবর্তী প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানাতে হবে। তিনি ৩০ লাখ শহীদ, ২ লাখ মা-বোন এবং জীবিত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। তিনি জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার স্বপ্ন "সোনার বাংলা" গড়ে তোলার জন্য সকলের প্রতি আহবান জানান। অলোচনা শেষে সকলে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

নিপোর্টের অধীন ১২টি এফডব্লিউভিটিআই ও ২০টি আরটিসি-তে অনুরূপ কর্মসুচি পালন করা হয়।

"ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস" ২০১৮ উদযাপন

ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস ২০১৮ উদযাপন উপলক্ষে গত ১২ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ নিপোর্ট মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নিপোর্টের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মো. মতিয়ার রহমান, পরিচালক (প্রশাসন) জনাব নিমাই চন্দ্র পাল ও পরিচালক (গবেষণা) জনাব মো. রফিকুল ইসলাম সরকার এবং নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় আগত প্রশিক্ষণার্থী ও নিপোর্টের কর্মকর্তাবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে জনাব নিমাই চন্দ্র পাল তাঁর বক্তব্যে বলেন, প্রযুক্তির বিকাশের কারণে আজ বাংলাদেশের বার কোটি মানুষ মোবাইল ব্যবহার করছে এবং সাড়ে-চার কোটি মানুষ

ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। আমরা ঘরে বসে সব সেবা পাচ্ছি। জাতীয় পর্যায়ে ই-নথি, ই-ব্যাংকিং, ই-মানি ট্রান্সফার প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশ ভিশন ২০২১ এর কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ২০৪১ সালে উন্নত জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে অগ্রসর হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে নিপোর্টের মহাপরিচালক ও পরিচালকবৃন্দ।

জনাব মো. রফিকুল ইসলাম সরকার বলেন, বর্তমান সময়ে 'ডিজিটাল' একটি বহুল ব্যবহৃত শব্দ। শিশু থেকে বয়স্ক সবাই প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে পড়েছে। প্রযুক্তি জীবনকে সহজ করে দিয়েছে। সোনার বাংলা হবে এই ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে।

জনাব মো. মতিয়ার রহমান বলেন, ডিজিটাল বাংলাদেশে আমরা যে ডিভাইজগুলো ব্যবহার করছি, তা সকলকে জানতে হবে। এর ইতিবাচক বা নেতিবাচক দিক সকলের জানা দরকার। প্রযুক্তির যেটুকু ভাল সেটুকু আমরা গ্রহণ করব, খারাপটুকু বর্জন করব। এটাই হোক আজকের অংগীকার।

জনাব সুশান্ত কুমার সাহা বলেন, শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-সহ মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী শহীদদেরকে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। তিনি বলেন, ২০০৮ সালের ১২ ডিসেম্বর নির্বাচনী ইস্তেহারে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রথম ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। ২০০৯ সালে সরকার গঠন করার পর থেকে আওয়ামী লীগ সরকার প্রতি বছর এ দিনটিকে "ডিজিটাল বাংলাদেশ দিবস" হিসেবে পালন করে আসছে। তিনি বলেন, ডিজিটাল উন্নয়নের সকল কাজ হচ্ছে ৪টি প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনার উপর ভিত্তি করে, যেমন- ১) ৫২৮৬টি ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার; ২) শেখ হাসিনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি পার্ক, যশোর; ৩) হাইটেক পার্ক, কালিয়াকৈর, গাজীপুর; এবং ৪) ইনকিউবেশন সেন্টার, রাজশাহী। তিনি বলেন, সোনার বাংলা গড়তে হলে প্রয়োজন ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে সার্বিক কাজকর্ম সম্পাদন করা ও নতুন নতুন কাজের উদ্ভাবন। তাহলেই ভিশন ২০৪১ সফল হবে।

নিপোর্টে নতুন মহাপরিচালকের যোগদান

সুশান্ত কুমার সাহা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অতিরিক্ত সচিব জনাব সুশান্ত কুমার সাহা গত ১২ নভেম্বর, ২০১৮ সালে জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট) এর মহাপরিচালক পদে যোগদান করেন। নিপোর্টে যোগদানের পূর্বে তিনি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থবিভাগে অতিরিক্ত সচিব হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

জনাব সুশান্ত কুমার সাহা বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৯৮৫ ব্যাচের একজন কর্মকর্তা। তিনি ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসে প্রশাসন ক্যাডারে যোগদান করেন। পরবর্তীতে তিনি সহকারী কমিশনার ও ১ম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি কালেক্টর, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে উপসচিব, সমাজকল্যাণ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ে যুগ্মসচিব ও অতিরিক্ত সচিব (আইসিটি) পদে নিয়োজিত ছিলেন। জেলা প্রশাসক থাকাকালে তিনি মাগুরা জেলায় সর্বপ্রথম ই-ফাইলিং ও ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিন্যান্স বিষয়ে ১৯৮২ সালে স্নাতক (সম্মান) ও ১৯৮৩ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৮৫ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ থেকে কম্পিউটার ল্যাংগুয়েজ 'বেসিক' বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। তিনি দেশে-বিদেশে সেমিনার/ওয়ার্কশপ ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে ভারত, শ্রীলংকা, ভুটান, নেপাল, মালদ্বীপ, চীন, সিংগাপুর, সুইজারল্যান্ড, থাইল্যান্ড, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী, দক্ষিণ কোরিয়া, হংকং, অস্ট্রেলিয়া ও কিরজিগিস্তান-সহ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। জনাব সুশান্ত কুমার সাহা ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬২ সালে মানিকগঞ্জ জেলায় সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।

নিপোর্টে সিনিয়র স্টাফ নার্সদের ওরিয়েন্টেশন

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব জাহিদ মালেক এমপি গত ২০১৭ সালের মার্চ মাসে নিপোর্ট পরিদর্শনকালে নিপোর্টে সদ্য যোগদানকৃত সিনিয়র স্টাফ নার্সদের প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে বলেন। তাঁর নির্দেশনা মোতাবেক চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নিপোর্টের বার্ষিক প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনায় "ওরিয়েন্টেশন ফর সিনিয়র স্টাফ নার্স" শিরোনামে একটি প্রশিক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কর্মপরিকল্পনার আলোকে নিপোর্ট বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে কর্মরত সিনিয়র স্টাফ নার্সদের ১০ দিনের এ ওরিয়েন্টেশন শুরু করে। ইতোমধ্যে নভেম্বর, ২০১৮ থেকে ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত নিপোর্ট প্রধান কার্যলয়ে ৪ ব্যাচে মোট ৯৯ জন সিনিয়র স্টাফ নার্সকে সাফল্যের সাথে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে।

প্রথম ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন উদ্বোধন করেন নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা। তিনি বলেন, স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ও প্রশাসনিক বিষয়ে জানার জন্য প্রশিক্ষণটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে নার্সদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণ থেকে অর্জিত জ্ঞান কর্মক্ষেত্রে ব্যবহারের প্রতি তিনি গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে নিপোর্টের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মো. মতিয়ার রহমান উপস্থিত ছিলেন।

সিনিয়র স্টাফ নার্সদের ওরিয়েন্টেশন কোর্সে সনদপত্র বিতরণ করছেন নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা।

প্রশিক্ষণসমূহের সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন নিপোর্টের সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব বিশ্বজিৎ বৈশ্য ও জনাব মোহা. মাহফুজুর রহমান, প্রশিক্ষক ডা. এ এফ এম রেদোয়ানুর রহমান ও জনাব আবুল মঈন।

মেডিক্যাল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি)-দের ওরিয়েন্টেশন

বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনের সুপারিশের আলোকে গত ৬ ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রি. তারিখে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে ৩২২ জন নন-ক্যাডার মেডিক্যাল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি) পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। নবনিযুক্ত এ সকল কর্মকর্তাবৃন্দের দক্ষতা উন্নয়ন, জ্ঞান বৃদ্ধি এবং চাকুরী ক্ষেত্রে ইতিবাচক মনোভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নিপোর্ট ৫ কর্মদিবসের ওরিয়েন্টেশন কর্মসূচির আয়োজন করে। কর্মসূচির আওতায় চলতি অর্থবছরে গত ২-৬, ৯-১৩ ডিসেম্বর, ২০১৮ খ্রি. এবং ৬-১০ ও ২৭-৩১ জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ৪ ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন নিপোর্টে অনুষ্ঠিত হয়। ৪ ব্যাচে মোট ৯৪ জন মেডিক্যাল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি) ওরিয়েন্টেশনে অংশগ্রহণ করেন।

মেডিক্যাল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি)-দের সনদপত্র বিতরণ করছেন নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা। এসময় উপস্থিত পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মো. মতিয়ার রহমান ও কোর্স সমন্বয়কবৃন্দ।

৪ ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন উদ্বোধনী ও সমাপনী অধিবেশনে নিপোর্টের পরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব মো. মাতিয়ার রহমান সভাপতিত্ব করেন এবং নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ৪ ব্যাচ ওরিয়েন্টেশনে সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করেন নিপোর্টের জনাব নারায়ন কুমার রায়, কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ, সৈয়দা উম্মে কাউছার ফেরদৌসী, সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ), ডা. মো. সাইফুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (ক্লি.প্রশি.) এবং জনাব হিরো ধর, প্রশিক্ষক।

‘সুখী জীবন’ শীর্ষক বিভাগীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত

USAID-এর আর্থিক সহায়তায় Accelerating Universal Access to Family Planning (AUAFP) বা “সুখী জীবন” শীর্ষক ৫ বছর মেয়াদি (জুলাই ২০১৮ - জুলাই ২০২৩) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। Pathfinder International ও এর অন্যান্য সহযোগীদের সমন্বয়ে নিপোর্ট প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। প্রকল্পের অধীনে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমে নিয়োজিত প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদানকারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। সে লক্ষে তাঁদের দুর্বল দিকসমূহ চিহ্নিত করার জন্য “Training Need Assessment (TNA)” করা, প্রকল্প এলাকার সুবিধাভোগী ও বিভিন্ন অংশীজনদের প্রকল্পের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা এবং ১ বছরের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিংহ ও ঢাকায় বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

চট্টগ্রাম কর্মশালায় নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা ও পাথফাইন্ডার ইন্টারন্যাশনালের কান্ট্রি ডাইরেক্টর মিজ্ ক্যারোলিন ক্রসবি-সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

গত ২৯ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে চট্টগ্রাম এবং ১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় কর্মশালায় নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি ও সিলেট এ ৬টি জেলায় অবস্থিত নিপোর্টের সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে TNA সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। প্রকল্প এলাকার সুবিধাভোগী ও অংশীজনদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় TNA কার্যক্রম ও ১ বছরের কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন যথাযথভাবে সম্পন্ন হবে বলে মহাপরিচালক মহোদয় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

গবেষণা অগ্রগতি

বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এ্যান্ড হেলথ সার্ভে (BDHS) ২০১৭

বাংলাদেশের জনমিতিক ও স্বাস্থ্য অবস্থা তথা ফার্টিলিটি, পরিবার পরিকল্পনা, শিশুমৃত্যু, মা ও শিশুস্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং এইডস সচেতনতা সম্পর্কে তথ্য আহরণের উদ্দেশ্যে ১৯৯৩ সাল থেকে প্রতি তিন বছর পর পর নিপোর্টের কর্তৃত্বে বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক এ্যান্ড হেলথ সার্ভে (BDHS) পরিচালিত হয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় ৮ম BDHS ২০১৭ পরিচালিত হয়েছে। এ সার্ভের তথ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের চলমান চতুর্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (4th HPNSP) পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রধান তথ্যসূত্র হিসেবে ব্যবহৃত হবে। BDHS ২০১৭-এর প্রাথমিক ফলাফলের খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে সার্ভের ফলাফল খুব শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে।

বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যু ও মাতৃস্বাস্থ্য সেবা জরিপ (BMMS) ২০১৬

বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যু ও মাতৃস্বাস্থ্য সেবা জরিপ (BMMS) ২০১৬ এর প্রাথমিক ফলাফল জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত সেমিনারের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে যা বর্তমানে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি ও টেকনিক্যাল সাব-কমিটির পর্যালোচনাধীন রয়েছে। সার্ভের মূল প্রতিবেদন প্রণয়ন কাজও চলমান রয়েছে।

বাংলাদেশ হেলথ ফ্যাসিলিটি সার্ভে ২০১৭ রিপোর্ট রাইটিং ওয়ার্কশপ

বাংলাদেশ হেলথ ফ্যাসিলিটি সার্ভে ২০১৭-এর মূল প্রতিবেদন প্রণয়নের উপর আয়োজিত ১০ দিনব্যাপী ‘রিপোর্ট রাইটিং ওয়ার্কশপ’ গত ৩ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে নিপোর্ট সভাকক্ষে উদ্বোধন করা হয়। নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিচালক (গবেষণা) জনাব মো. রফিকুল ইসলাম সরকার, ঊর্ধ্বতন গবেষণা সহযোগী মিজ্ শাহীন সুলতানা, মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ জনাব মোহাম্মদ আহছানুল আলম, USAID-এর Senior Research Advisor (HPM&E) ড. কান্তা জামিল, বিএইচএফএস সার্ভে টিমের স্পেশালিষ্ট ড.

হামদী মূসা এবং ICF International-এর পরামর্শক ড. আহমদ আল-সাবির উপস্থিত ছিলেন। ওয়ার্কশপে নিপোর্ট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আইসিডিডিআর,বি, মেজার ইভ্যালুয়েশন এবং টেলিভিশন প্রোগ্রাম-এর কর্মকর্তাগণ প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে ড. কান্তা জামিল বলেন, USAID নিপোর্টের সাথে BDHS, BMMS, BUHS ও BHFS সার্ভের কাজ নিয়মিতভাবে করে আসছে। হেলথ ফ্যাসিলিটি সার্ভে তন্মধ্যে অন্যতম। তিনি বলেন, রিপোর্ট রাইটিং-এর সময় অংশগ্রহণকারীরা সার্ভের ডাটাগুলো কিভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং এর মাধ্যমে কি বুঝানো হচ্ছে তা স্পষ্টভাবে রিপোর্টে তুলে ধরতে হবে।

অনুষ্ঠানে নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা ও ইউএসএইড-এর ড. কান্তা জামিল-সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

ড. হামদী মূসা সার্ভের তথ্য সংগ্রহের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য নিপোর্টকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, তথ্য সংগ্রহের উপর ভিত্তি করে সার্ভের মূল প্রতিবেদনের খসড়া প্রণয়ন করা হয়। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, রিপোর্ট রাইটিং ওয়ার্কশপ শেষে একটি মানসম্মত প্রতিবেদন পাওয়া যাবে।

সভাপতির বক্তব্যে নিপোর্টের মহাপরিচালক বলেন, দীর্ঘ সময় ধরে নিপোর্টকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য তিনি USAID, ICF International ও icddr,b কে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন এবং মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের সেবা কেন্দ্র রয়েছে। সে সব কেন্দ্রগুলো কতটুকু মান সম্মত সেবা দিচ্ছে এবং সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কোথায়, কী ধরনের অসুবিধা রয়েছে সার্ভের প্রতিবেদন তার আসল চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হবে। । তিনি বলেন, এ ধরনের বিজ্ঞ ফোরামে উপস্থিত হতে পেরে তিনি সম্মানিত বোধ করছেন। তিনি ওয়ার্কশপ-এর সর্বাঙ্গিন সাফল্য কামনা করেন। রিপোর্ট রাইটিং ওয়ার্কশপের সমাপনী অনুষ্ঠান গত ১৩ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখে নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা-র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

নিপোর্ট-সহ বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত ১২ জন অংশগ্রহণকারী প্রতিবেদনের অনুচ্ছেদভিত্তিক খসড়া প্রণয়ন করেন এবং সম্মিলিতভাবে সার্ভের সম্পূর্ণ একটি খসড়া প্রণয়ন করেন। অংশগ্রহণকারী ও ফ্যাসিলিটেটরগণ তাদের গুরুত্বপূর্ণ সময় দিয়ে প্রতিবেদন প্রণয়নে সহায়তা করেন। মহাপরিচালক বলেন, ওয়ার্কশপটি দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা ও সম্পন্ন করার জন্য তিনি আনন্দিত ও গর্বিত। তিনি ওয়ার্কশপ-এর ফ্যাসিলিটেটরগণকে এবং ওয়ার্কশপ আয়োজন ও সমন্বয়ের জন্য নিপোর্টের সকলকে ধন্যবাদ জানান।

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত গবেষণা

৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (4th HPNSP)-এর "প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন (TRD)" শীর্ষক Operational Plan-এর আওতায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৬টি অগ্রাধিকারভিত্তিক গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে "Exploring the causes of high C-Section among mothers delivered in both public, private and NGO facilities"; "Need assessment of geriatric care in Bangladesh"; "Assessing Utilization of Satellite Clinic" ও "Assessing the readiness of the ESP service providers at upazila level and below" শীর্ষক ৪টি গবেষণা নিপোর্টের তত্ত্বাবধানে ৪টি বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করে পরবর্তীতে তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে। এ ৪টি অগ্রাধিকারভিত্তিক গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণা প্রশ্নপত্র তৈরি, চেকলিষ্ট, গাইডলাইনস, তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ পরিকল্পনা পর্যালোচনা এবং অনুমোদনের জন্য গঠিত Stakeholder Advisory Committee (SAC)-এর চারটি সভা গত ৭ ফেব্রুয়ারি এবং ১৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে নিপোর্ট সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন নিপোর্টের মহাপরিচালক ও SAC-এর সভাপতি জনাব সুশান্ত কুমার সাহা। পরিচালক (গবেষণা) জনাব মো. রফিকুল ইসলাম সরকার, মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ জনাব মোহাম্মদ আহছানুল আলম, ঊর্ধ্বতন গবেষণা সহযোগী মিজ শাহীন সুলতানা, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক এম. নুরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ সাহাদাত হোসেন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের উপসচিব (পরিকল্পনা) জনাব আবদুস সালাম খান, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিনিধি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি এবং পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের প্রতিনিধি-সহ কমিটির সদস্যগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

SAC-এর সভাপতি জনাব সুশান্ত কুমার সাহা-সহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

নিপোর্ট অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত দু'টি গবেষণা বাস্তবায়ন করছে। গবেষণা দু'টির প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, তথ্যসংগ্রহকারীগণের প্রশিক্ষণ এবং তথ্য সংগ্রহের কাজ ২০১৯ সালের মে মাসে শেষ হবে।

চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অগ্রাধিকারভিত্তিক গবেষণা পরিচালনার প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আগামী ১২-১৩ মার্চ, ২০১৯ দু'দিনের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত গবেষণা নির্ধারণ কর্মশালার আয়োজন করা হবে। এ কর্মশালায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করবেন।

নিপোর্টের মহাপরিচালকের এফডব্লিউভিটিআই ও আরটিসি পরিদর্শন

গত ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখ নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা টাঙ্গাইল পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (FWVTI) এবং ঘাটাইল আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC) পরিদর্শন করেন। এ সময় জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল, উপপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা), সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি এবং সহকারী প্রকৌশলী (এইচইডি) উপস্থিত ছিলেন। তিনি হোস্টেল ভবনের সংস্কার কাজ পর্যবেক্ষণ করেন। টাঙ্গাইল FWVTI-তে ৩টি এবং ঘাটাইল RTC-তে ২টি ব্যাচের চলমান প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দেখে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন ও তাঁদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেন।

গত ৩০ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখ নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা কাপ্তাই আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC) পরিদর্শন করেন। এ সময় কাপ্তাই আরটিসি-র প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা জনাব মো. ওবায়দুর রহমান সরদার ও অন্যান্য প্রশিক্ষকবৃন্দ

উপস্থিত ছিলেন। এ কেন্দ্রে চলমান ECD&BRCR কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে মহাপরিচালক মহোদয় আলোচনা করেন। কেন্দ্রের একাডেমিক ভবনের সম্প্রসারণ কাজ পর্যবেক্ষণ করেন।

মহাপরিচালক, নিপোর্ট ও টাঙ্গাইল এফডব্লিউভিটিআই-র কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখ নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা ঈশ্বরগঞ্জ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC) পরিদর্শনে যান। মহাপরিচালক মহোদয় প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধি, নথিপত্র সংরক্ষণের মান উন্নয়ন এবং রেজিস্টার ও নথিপত্র যথাযথভাবে সংরক্ষণ করার নির্দেশনা দেন। এ সময়ে ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা-সহ উপজেলার অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত দু'টি আরটিসি সফরে উপপরিচালক (প্রশি:) জনাব আবদুল হামিদ মোড়ল মহাপরিচালকের সফরসঙ্গী ছিলেন।

মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা গত ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখ ধামরাই আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (RTC) পরিদর্শন করেন। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম দেখে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। তখন ধামরাই আরটিসি-র প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা মিসেস মুকিমা শিরিন ও অন্যান্য প্রশিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

নির্মাণাধীন মানিকগঞ্জ এফডব্লিউভিটিআই পরিদর্শন

নির্মাণাধীন মানিকগঞ্জ এফডব্লিউভিটিআই-এর নির্মাণ কাজ সরেজমিনে দেখার উদ্দেশ্যে নিপোর্টের মহাপরিচালক জনাব সুশান্ত কুমার সাহা গত ২২ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ নির্মাণাধীন মানিকগঞ্জ এফডব্লিউভিটিআই পরিদর্শন করেন।

তিনি এসময় স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী, সাইট ইঞ্জিনিয়ার, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান, উপপরিচালক (পরিবার পরিকল্পনা), মানিকগঞ্জ জেলা, প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা, আরটিসি, ধামরাই-র সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। এ সময় তিনি প্রতিষ্ঠানটির নির্মাণ কাজের গুনগত মান নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেন।

নির্মাণাধীন মানিকগঞ্জ এফডব্লিউভিটিআই।

অবসরোত্তর ছুটিতে গমন

ক্রমিক নং	কর্মচারীদের নাম ও পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম	যোগদানের তারিখ	অবসরের তারিখ
১।	মনোয়ারা খাতুন কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়	১০.০৮.১৯৮৭	০১.১০.২০১৮
২।	মিসেস আফরোজা বেগম ওয়ার্ডবয়	এফডব্লিউভিটিআই কুষ্টিয়া	২৭.০৮.১৯৮৪	১৪.১১.২০১৮
৩।	জনাব মো. আতিয়ার রহমান , ক্যাশিয়ার	এফডব্লিউভিটিআই খুলনা	২৭.০৮.১৯৮৪	৩০.১২.২০১৮
৪।	আফিয়া খাতুন বাবুর্চি	আরটিসি, ধামরাই	২৬.০৮.১৯৮৪	৩০.১২.২০১৮
৫।	জনাব আব্দুল মতিন অফিস সহায়ক	নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়	০৩.১২.১৯৭৯	০১.০১.২০১৯
৬।	তাহমিনা বেগম আয়া	আরটিসি, কাপ্তাই	২২.০৫.১৯৯০	০৩.০১.২০১৯
৭।	নাজমুন নাহার কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়	০৮.০৮.১৯৮৭	০৫.০১.২০১৯
৮।	জনাব মো. আব্দুল বারেক ফটোকপি অপারেটর	এফডব্লিউভিটিআই কুষ্টিয়া	২৮.০৭.১৯৮৩	১০.০১.২০১৯
৯।	জনাব জয়নাল আবেদীন নিরাপত্তা প্রহরী	নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়	০১.০২.১৯৮৪	১৫.০১.২০১৯
১০।	মিজ্ মুক্তা মার্গেট রোজারিও, ফিল্ড ট্রেনার	এফডব্লিউভিটিআই কুমিল্লা	১৮.০১.১৯৯৪	২০.০১.২০১৯
১১।	জনাব মো. জেলহক আকন নিরাপত্তা প্রহরী	এফডব্লিউভিটিআই ফরিদপুর	০১.০৬.১৯৮৪	২১.০১.২০১৯
১২।	জনাব আনোয়ার হোসেন খান সাঁটমুদ্রাক্ষরিক–কাম- কম্পিউটার অপারেটর	নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়	২৫.০৩.১৯৭৫	২৩.০১.২০১৯
১৩।	জনাব আতাহার আলী বাবুর্চি	আরটিসি, নোয়াখালী	১৫.১২.১৯৮৪	২৬.০১.২০১৯
১৪।	জনাব মো. বাহার উল্লাহ মজুমদার , ক্যাশিয়ার	এফডব্লিউভিটিআই রাঙ্গামাটি	০৫.০৫.১৯৮৪	০১.০২.২০১৯
১৫।	জনাব মো. ছৈয়দ আহমদ নিরাপত্তা প্রহরী	এফডব্লিউভিটিআই সিলেট	০৮.১০.১৯৮৪	০৬.০২.২০১৯
১৬।	জনাব মো. আশরাফুল আলম, নিরাপত্তা প্রহরী	এফডব্লিউভিটিআই ফরিদপুর	০৭.০২.১৯৮৪	০৮.০২.২০১৯
১৭।	মোসা: সুলতানা রাজিয়া ফিল্ড ট্রেনার	এফডব্লিউভিটিআই কুমিল্লা	০১.০৮.১৯৮৯	২২.০২.২০১৯

শোক সংবাদ

মাজেদা খাতুন

ক) বরিশাল এফডব্লিউভিটিআই-এর আয়া বেগম মাজেদা খাতুন গত ৩ ডিসেম্বর, ২০১৮ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি......রাজিউন)। মরহুমা মাজেদা খাতুন ৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৭ সালে নিপোর্টে যোগদান করেছিলেন।

আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

মো. মজিবুর রহমান

খ) বরিশাল এফডব্লিউভিটিআই-এর অফিস সহায়ক জনাব মো. মজিবুর রহমান গত ৫ জানুয়ারি, ২০১৯ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি.......রাজিউন)। মরহুম মো. মজিবুর রহমান ২৯ এপ্রিল, ১৯৮৫ সালে নিপোর্টে যোগদান করেছিলেন।

আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

সফিকুল ইসলাম

গ) বেড়া আরটিসির-র ক্যাশিয়ার জনাব মো. সফিকুল ইসলাম গত ১১/১২/২০১৮ তারিখ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি.....রাজিউন)। তিনি ২৬/০১/১৯৮৪ তারিখ নিপোর্টে যোগদান করেছিলেন। মরহুম সফিকুল ইসলাম চাঁদপুর জেলার সুগন্দি গ্রামে ০৯/০৪/১৯৬০ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করি ও তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

প্রশিক্ষণ অগ্রগতি

(নভেম্বর, ২০১৮-ফেব্রুয়ারি, ২০১৯)

নিপোর্টে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের নভেম্বর, ২০১৮ - ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ সময়ে প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ও অন্যান্য কর্মকান্ডের শতকরা ৯৪.৭৫% ভাগ অর্জিত হয়েছে। এর মধ্যে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে শতকরা প্রায় ৯৩ ভাগ। পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (এফডব্লিউভিটিআই)-সমূহে শতকরা ৯৯ ভাগ এবং আঞ্চলিক কেন্দ্র (আরটিসি) সমূহে শতকরা ৯৯ ভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। এ সময়ে পরিচালিত সর্বমোট ৭১৬ ব্যাচ প্রশিক্ষণের মধ্যে প্রধান কার্যালয়ে ১৩ ব্যাচ, এফডব্লিউভিটিআইতে ৩২৭ ব্যাচ ও আরটিসিতে ৩৭৬ ব্যাচ প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। এ সকল প্রশিক্ষণে ও অন্যান্য কর্মকান্ডে স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি (এইচপিএনএসপি)-তে নিয়োজিত সর্বমোট ১৬৬৯৩ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়, এফডব্লিউভিটিআই ও আরটিসি-সমূহে নভেম্বর, ২০১৮-ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের লক্ষ্যমাত্রা, মেয়াদ, অর্জন ও অর্জনের শতকরা হার নিম্নের সারণিতে দেয়া হলো:

নিপোর্ট প্রধান কার্যালয় :

ক্রম.	প্রশিক্ষণ কোর্স/কর্মকান্ডের নাম	ব্যাচ সংখ্যা	মেয়াদ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	শতকরা হার
১.	মেডিক্যাল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি)—দের ওরিয়েন্টেশন	২ ব্যাচ	৫ দিন	৫০ জন	৪৭ জন	৯৪%
২.	সিনিয়র স্টাফ নার্সদের ওরিয়েন্টেশন	৪ ব্যাচ	১০ দিন	১০০ জন	৯৭ জন	৯৭%
৩.	আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ	২ ব্যাচ	৫ দিন	৫০ জন	৪৩ জন	৮৬%
৪.	ম্যানেজমেন্ট এন্ড লিডারশিপ প্রশিক্ষণ	২ ব্যাচ	৫ দিন	৫০ জন	৪৫ জন	৯০%
৫.	সিনিয়র স্টাফ নার্স ও এফডব্লিউভি-দের নবজাতকের সমন্বিত সেবা (CNC) প্রশিক্ষণ	১ ব্যাচ	৫ দিন	১৬ জন	১৬ জন	১০০%
মোট=		**১১ ব্যাচ**	**-**	**২৬৬ জন**	**২৪৮ জন**	**৯৩%**

পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট:

ক্রম.	প্রশিক্ষণ কোর্স/কর্মকান্ডের নাম	ব্যাচ সংখ্যা	মেয়াদ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	শতকরা হার
১.	১২টি এফডব্লিউভিটিআই-তে সিনিয়র স্টাফ নার্স (SSN), পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV) ও উপসহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার (SACMO)-দের নবজাতকের সমন্বিত সেবা (CNC) প্রশিক্ষণ	৯২ ব্যাচ	৫ দিন	১৪৫৬ জন	১৪৫৫ জন	৯৯%
২.	১২টি এফডব্লিউভিটিআই-তে সিনিয়র স্টাফ নার্স (SSN)-দের ওরিয়েন্টেশন	৩৩ ব্যাচ	১০ দিন	৮০০ জন	৮০০ জন	১০০%
৩.	১২টি এফডব্লিউভিটিআই-তে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV) ও উপসহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার (SACMO)-দের আইইউডি ইনফেকশন প্রিভেনশন	২৫ ব্যাচ	০৫ দিন	৪০০ জন	৩৯৭ জন	৯৯%
৪.	১২টি এফডব্লিউভিটিআই-তে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV) ও উপসহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার (SACMO)-দের প্রজনন ও যৌনস্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১০১ ব্যাচ	০৫ দিন	২৫২৫ জন	২৫১৫ জন	৯৯%
৫.	১২টি এফডব্লিউভিটিআই-তে পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা (FWV) ও উপসহকারী কমিউনিটি মেডিক্যাল অফিসার (SACMO)-দের শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ (ECD) প্রশিক্ষণ	৭৬ ব্যাচ	০৫ দিন	১৯০০ জন	১৮৯৩ জন	৯৯%
মোট=		**৩২৭ ব্যাচ**	**-**	**৭০৮১ জন**	**৭০৬০ জন**	**৯৯%**

আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র:

ক্রম.	প্রশিক্ষণ কোর্স/কর্মকান্ডের নাম	ব্যাচ সংখ্যা	মেয়াদ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	শতকরা হার
১.	২০টি আরটিসি-তে পরিবার কল্যাণ সহকারী (FWA), স্বাস্থ্য সহকারি (HA) ও কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (CHCP)-দের দলগত প্রশিক্ষণ (Team Training)	১৭৪ ব্যাচ	০৫ দিন	৪৩৫০ জন	৪৩৪৬ জন	৯৯%
২.	২০টি আরটিসি-তে পরিবার কল্যাণ সহকারী (FWA), স্বাস্থ্য সহকারি (HA) ও কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (CHCP)-দের প্রজনন ও যৌনস্বাস্থ্য অধিকার প্রশিক্ষণ	৫৬ ব্যাচ	০৫ দিন	১৪০০ জন	১৪০০ জন	১০০%
৩.	২০টি আরটিসি-তে পরিবার কল্যাণ সহকারী (FWA), স্বাস্থ্য সহকারি (HA) ও কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার (CHCP)-দের শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ এবং জন্মনিবন্ধন ও শিশুর অধিকার প্রশিক্ষণ	১১০ ব্যাচ	০৫ দিন	২৭৫০ জন	২৭৪২ জন	৯৯%
৪.	১৯টি আরটিসি-তে পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক (FPI), স্বাস্থ্য পরিদর্শক (HI), সহকারি স্বাস্থ্য পরিদর্শক (AHI) এবং স্যানিটারি পরিদর্শক (SI)—দের মনিটরিং, সুপারভিশন ও ফলোআপ	৩৬ ব্যাচ	০৫ দিন	৯০০ জন	৮৯৭ জন	৯৯%
	মোট=	**৩৭৬ ব্যাচ**	**-**	**৯৪০০ জন**	**৯৩৮৫ জন**	**৯৯%**

নিপোর্টের উপরোক্ত নিজস্ব প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ইউএসএআইডির অর্থায়নে সেভ দ্যা চিলড্রেন-এর সহযোগিতায় বর্ণিত সময়ে নিপোর্ট প্রধান কার্যালয়ে নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়:

ক্রম:	প্রশিক্ষণ কোর্স/ কর্মকান্ডের নাম	ব্যাচ সংখ্যা	মেয়াদ	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	শতকরা হার
১.	Management and Leadership Training for UH&FPO,UFPO,MO (MCH-FP), RMO/MO	২ ব্যাচ	০৫ দিন	৪০ জন	৩৩ জন	৮৩%
মোট=		**২ ব্যাচ**	**-**	**৪০ জন**	**৩৩ জন**	**৮৩%**

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি : সুশান্ত কুমার সাহা

সদস্য : মো. মতিয়ার রহমান, নিমাই চন্দ্র পাল, মো. রফিকুল ইসলাম সরকার ও আবদুল হামিদ মোড়ল

সম্পাদক : দীপক চন্দ্র রায়, **সহকারী সম্পাদক :** বিশ্বজিৎ বৈশ্য ও রীতা ফারাহ্ নাজ, **উপসহকারী সম্পাদক :** মো.নজমুস-সা-আদাত

জাতীয় জনসংখ্যা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (নিপোর্ট)

স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, আজিমপুর, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত

[বি.দ্র. আগ্রহী গবেষক, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তথ্যের বিকৃতি না ঘটিয়ে নিপোর্ট বার্তায় প্রকাশিত তথ্য ব্যবহার করতে পারবেন।]

ফোনঃ ৯৬৬২৪৯৫/৫৮৬১১২০৬, ফ্যাক্সঃ ৫৮৬১৩৩৬২, ওয়েবসাইটঃ www.niport.gov.bd